কাঁকড়া সংকলন

কাঁকড়া চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারন ও বাজারজাতকরনের মাধ্যমে উদ্দোক্তাদের আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি শীর্ষক ভ্যালু চেইন প্রকল্প

দ্বিতীয় সংস্করন, ২০২২ খ্রিঃ পেইস প্রজেক্ট , কোস্ট ফাউন্ডেশন

প্রকল্পের বিবরন

পিকেএসএফ এর সহায়তায় এবং কোস্ট ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যেগে পেইস প্রকল্প গত ৭ ই জুন ২০২১ হতে "কাঁকড়া চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারন ও বাজারজাতকরনের মাধ্যমে উদ্দোক্তাদের আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন উপ প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। কক্সবাজার জেলার কক্সবাজার সদর, চকরিয়া, টেকনাফ উপজেলার সর্বমোট ২৪০০ জন কাঁকড়া চাষী ,কাঁকড়া শিকারি, কাঁকড়া ডিপোমালিক এবং উদ্দ্যোক্তা পর্যায়ের দুইটি কাঁকড়া হ্যাচারি নিয়ে এই উপ-প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

করোনাকালীন দীর্ঘ এক বছর বন্ধ থাকার পর কোস্ট ফাউন্ডেশনের উদ্যেগে পুনরায় চালু হলো কলাতলী কাঁকড়া হ্যাচারি

পেইস (কাঁকড়া) প্রকল্প ইফাদের অর্থায়নে পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় এবং কোস্ট ফাউন্ডেশনের উদ্যেগে কাঁকড়া চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারন ও বাজারজাতকরনের মাধ্যমে উদ্দোক্তাদের আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রকল্পের কর্ম এলাকা কক্সবাজার সদর উপজেলার কলাতলীতে অবস্থিত উদ্দ্যোক্তা অং চিন এর কাঁকড়া হ্যাচারি দীর্ঘ ১ বছর বন্ধ থাকার পর পুনরায় চালু হলো।

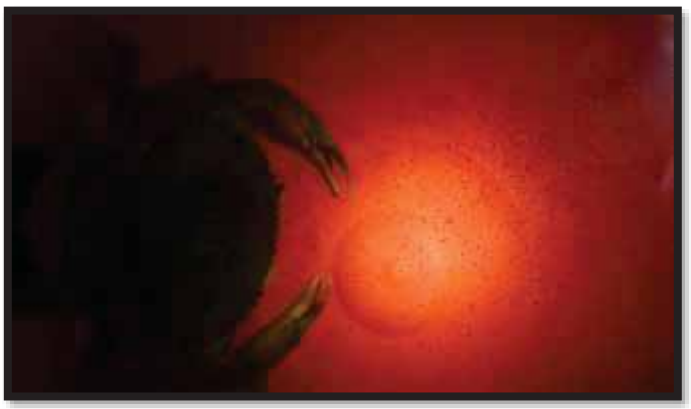

হ্যাচিংরত অবস্থায় একটি মা কাঁকড়া

ছবিয়ালঃ মোহাম্মদ আবু নাঈম তারিখঃ ২ এপ্রিল ২০২২

কোস্ট ফাউন্ডেশনের উদ্দ্যেগে কলাতলীতে স্থাপিত কাকড়া হ্যাচারিটি করোনাকালীন সময়ে দীর্ঘ ১ বছর বন্ধ থাকার পর পুনরায় উৎপাদনের উপযুক্ত হয়। ১৩ই মার্চ ২০২২ সাল থেকে হ্যাচারিটিতে উৎপাদন কার্যক্রম শুরু হয়। উৎপাদন শুরুর লক্ষ্যে এতে মোট ৩০ টি গ্রাভিড মা কাঁকড়া মজুদ করা হয় । নিয়মিত সুষ্ট খাদ্য ও ওষুধ পত্র ব্যাবস্থাপনা এবং সূক্ষ পর্যবেক্ষনের মাধ্যমে হ্যাচারিটির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। হ্যাচারির পুরো কার্যক্রমটির কারিগরি ব্যাবস্থাপনার বিষয়টি দেখভাল করছেন

প্রকল্পের ভ্যালু চেইন ফ্যাসিলিটেটর মোহাম্মদ আবু নাঈম ও সহকারী ভ্যালু চেইন ফ্যাসিলিটেটর রতন কান্তি ভট্টাচার্য্য। উৎপাদন শুরুর পর থেকে এ পর্যন্ত সর্বমোট ৩০ লক্ষ জোয়া পাওয়া গিয়েছে যা জীবন চক্রের পর্যায় অনুযায়ী মোট ৮ টি ট্যাংকে মজুদ আছে। উক্ত উৎপাদিত জোয়া থেকে মোট ৫-৬ লক্ষ কাঁকড়ার পোনা(ক্র্যাবলেট) পাওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করেন প্রকল্পের ভ্যালু চেইন ফ্যাসিলিটেটর মোহাম্মদ আবু নাঈম। উৎপাদিত ক্র্যাবলেট প্রকল্প এলাকার কাঁকড়া চাষীদের কাঁকড়ার পোনার চাহিদা মিটাবে এবং কাঁকড়ার পোনার জন্য প্রাকৃতিক উৎসের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনতে সহায়ক হবে এবং যেটি প্রকল্প এলাকার সামগ্রিক কাঁকড়া উৎপাদন বৃদ্ধি করবে বলে উল্লেখ করেন হ্যাচারিটির উদ্দ্যেক্তা অংচিন ।

কাঁকড়া হ্যাচিং এর পর জোয়া-১ (জীবন পর্যায়) ,মাইক্রোস্কোপে ধারনকৃত

ছবিয়ালঃ মোহাম্মদ আবু নাঈম ,তারিখঃ ২ এপ্রিল ২০২২

কাঁকড়া হ্যাচিং এর পর জোয়া-২ (জীবন পর্যায়) ,মাইক্রোস্কোপে ধারনকৃত

ছবিয়ালঃ মোহাম্মদ আবু নাঈম তারিখঃ ৫ এপ্রিল

প্রয়োজনেঃ

মোহাম্মদ আবু নাঈম

ভ্যালু চেইন ফ্যাসিলিটেটর

মোবাইলঃ ০১৩১৩৭৯৮৮৬৫